দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষা সুলভ করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়েছে, ভারতে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এছাড়া, প্রতি দিনই ভারতে পড়তে যাবার ব্যাপারে এনওসি'র জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩০/৪০টি আবেদনপত্র জমা পড়ছে। এমনকি, ভারতের অজ্ঞাত-অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে যাচ্ছে। এনওসি'র জন্য আবেদনপত্রে শিক্ষার্থীরা ভারতে পড়তে যাওয়ার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট, সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করে থাকে। এর মধ্যে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে। তবে, এসব কারণ সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই থাকে, স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে তেমন থাকে না। অথচ, ভারতে পড়তে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্কুল-কলেজ পর্যায়েই বেশী। প্রতিবেদনে একথাও বলা হয়েছে, ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর বছরে ১২ হাজার থেকে ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। আর এই টাকা পাঠানো হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায়। আবার স্কুল পর্যায়ে যাদের ছেলে-মেয়েরা ভারতে পড়ছে— তাদের মুদ্রা বিনিময় করতে হয় অবৈধ পন্থায়।

এই পুরা বিষয়টি দুঃখজনক শুধু নয়, চরম গ্লানিকরও বটে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু, সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়ার জন্য বিদেশে যাওয়ার এই হিড়িক— একটি স্বাধীন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দুরপনেয় কলংকস্বরূপ। এতে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, দেশের স্কুল-কলেজের পড়াশোনার ওপর আর অনেকেই ভরসা করতে পারছেন না অভিভাবকরা। এর কারণ কি শুধুই সেশন জট ও সন্ত্রাস, না-কি আরও কিছু? এ প্রসঙ্গে ভারতের স্কুল-কলেজে একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর বছরে যে ব্যয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে— সেদিকে নজর দিলে দেখা যাবে, এদেশে রাজধানীসহ শহরাঞ্চলে স্কুল বা কলেজের একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বহু ক্ষেত্রেই খরচ এর চেয়ে কম হয় না। এছাড়া, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টিও বাংলাদেশে প্রায় সোনার হরিণ ধরার মতো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, বছরের পর বছর সেশন জট নিয়ে, সন্ত্রাস নিয়ে এত কথা বলা হল, এত লেখালেখি হল; কিন্তু, কোনটাই দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে দূর করা সম্ভব হল না। তাহলে কি আমরা চাই, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিরুপায় হয়ে ভারতে গিয়ে পড়াশোনা করুক, প্রতি বছর দেশের কোটি কোটি টাকার কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এই খাতে ব্যয় হোক এবং এসব শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পড়াশোনা করার ফলে সে দেশের সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিজাতীয় চিন্তা-চেতনা নিয়ে দেশে ফিরে আসুক? আমরা মনে করি, এই প্রশ্নটি জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কারণ, আজকের যারা ছাতর-ছাত্রী তারাই দেশের সর্বক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। প্রতিবেশী দেশে পড়াশোনা করতে গিয়ে তাদেরই যদি মগজ ধোলাই হয়ে যায়; তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা এখনই জরুরী ভিত্তিতে ভেবে দেখতে হবে।